সোনার তরী

ভাবনার দিক্‌দিগন্ত

সম্পাদনা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

Scanned with OKEN Scanner

রবীন্দ্রনাথের

সোনার তরী : ভাবনার দিক্‌দিগন্ত

সম্পাদনা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

রত্নাবলী

৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❖ কলকাতা ৭০০ ০০৯

Scanned with OKEN Scanner

SONAR TARI : BHABNAR DIKDIGANTA

A collection of critical Essays on Tagore's Poetry

Edited by : TARUN MUKHOPADHYAY

© সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৪১৮/ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক

সুমন চট্টোপাধ্যায়

রত্নাবলী

৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ : ৯৮৩০২০০৫৮৯/(০৩৩)৩২৬১-১৯৯৭

E-mail : purabi_ratnabali47@yahoo.com

মুদ্রক

কালার ইন্ডিয়া

১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী

সোমনাথ ঘোষ

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স ❑ ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ দূরভাষ : ২২৪১-৭৫১৯

দে বুক স্টোর ❑ ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ দূরভাষ : ৬৫১৬-৬৬৯৫

পুস্তক বিপণি ❑ ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৯

প্রজ্ঞাবিকাশ ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ৯৮৩০৮৪৯৩৪৮

ISBN : 978-93-81329-15-3

মূল্য : ১৫০·০০

Scanned with OKEN Scanner

সূচি

সোনার তরী : নানা ভাবনা

'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা ❑ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ... ১১
নিসর্গ প্রকৃতির ভুবন : 'সোনার তরী' থেকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ❑ সুরঞ্জন মিদ্দে ... ১৭
মানসসুন্দরীর সন্ধানে ❑ সত্রাজিৎ গোস্বামী ... ৩৩
'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যজীবনপ্রীতি ❑ সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪১
'সোনার তরী' : পরিচিত জীবনের অপরিচিত কথা ❑ বিদিশা সিন্‌হা ... ৪৮
'সোনার তরী' কাব্যে কবির মৃত্যুভাবনা ❑ শীতল চৌধুরী ... ৫৯
সোনার তরী : চোদ্দ পংক্তির কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ ❑ বিপ্লব দত্ত ... ৬৭
'সোনার তরী' কাব্যের ছন্দোরীতি ও তার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ❑ অজিত ত্রিবেদী ... ৭৩
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী ❑ ঋতম্ মুখোপাধ্যায় ... ১০১
চিত্রকল্পে সোনার তরী : নানা বর্ণের আলোছায়া ❑ তরুণ মুখোপাধ্যায় ... ১০৬
সোনার তরী : শৈলীবিচার ❑ রাখী দত্ত ... ১১১

সোনার তরী : কবিতার অন্তঃপুরে

সোনার তরী ❑ জীবেন্দু রায় ... ১২১
পরশপাথর ❑ গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৫
বৈষ্ণব কবিতা ❑ সুদক্ষিণা ঘোষ ... ১৩৪
যেতে নাহি দিব ❑ সুব্রত কুমার পাল ... ১৩৮
মানসসুন্দরী ❑ প্রদীপ ঘোষ ... ১৪৩
ঝুলন ❑ মৌমিতা সাহা ... ১৫১
দুই পাখি ❑ চন্দ্রলেখা চক্রবর্তী ... ১৫৬
বসুন্ধরা ❑ প্রত্যুষ কুমার জানা ... ১৬৪
হৃদয়যমুনা ❑ দেবারতি মল্লিক ... ১৭২
আকাশের চাঁদ ❑ সাগ্নিক মিত্র ... ১৭৫
নিরুদ্দেশ যাত্রা ❑ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৭৮

সোনার তরী (নির্বাচিত কবিতা)

সোনার তরী ১৮৭; পরশপাথর ১৮৯; বৈষ্ণব কবিতা ১৯২; যেতে নাহি দিব ১৯৫; মানসসুন্দরী ২০১; ঝুলন ২১১; দুই পাখি ২১৫; বসুন্ধরা ২১৭; হৃদয়যমুনা ২২৫; আকাশের চাঁদ ২২৭; নিরুদ্দেশ যাত্রা ২৩০।

পরিশিষ্ট : ফিরে দেখা

কিছু দুষ্প্রাপ্য ও বিশিষ্ট রচনার পুনর্মুদ্রণ ❑ ২৩৩

Scanned with OKEN Scanner

বসুন্ধরা

প্রত্যুষ কুমার জানা

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের বসুন্ধরা কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার তাত্ত্বিক সংরূপের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। একশ বছর পরের কোনো সমালোচনার তাত্ত্বিক সংরূপের আলোকে একশ বছর আগের লেখা কোনো কবিতার আলোচনা! কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই তো? আশ্চর্যজনকভাবে আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার সমস্ত তাত্ত্বিক রূপের প্রতিফলন আছে কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একে হয়তো বলা যেতে পারে সাহিত্যের চিরন্তনত্ব বা শাশ্বত সাহিত্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা জরুরী যে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনব্যাপী পরিবেশ চিন্তার যে ঝোঁক তার পুরোটাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ তথা 'বসুন্ধরা' কবিতায় আছে— "বিচ্ছিন্ন কোন ভাবের মধ্যে, আপনার মন গড়া কল্পনার মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত করিবার মিথ্যাকে ও ব্যর্থতাকে" প্রদর্শন করার ইচ্ছা। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথও কল্পনা ও জ্ঞানের সম্মিলনের কথা ব্যক্ত করেছেন। আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার আলোকে বসুন্ধরা কবিতার আলোচনা বোধহয় অমূলক হবে না এ কারণেই কবির সত্য— 'কল্পনার' সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্য মিশে আছে।

আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার তাত্ত্বিক সংরূপের আলোচনায় তার সূত্রপাতের আলোচনা বোধহয় প্রাসঙ্গিক ও তার স্বরূপ প্রকাশক। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে Raymond Williams-এর 'The country and the city' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। Williams দেখাতে চেয়েছিলেন প্রকৃতি, পল্লীঅঞ্চল, ঋতু, নগর ও দরিদ্রতার বিশেষ ধারণা কীভাবে ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইংরেজী সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস করেন নি। বরং তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন— সংস্কৃতি (কলা) কীভাবে প্রকৃতির বিশেষ ধারণাকে গড়ে তোলে। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও দূষণে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় ভাবিত বিশ্বে এই গ্রন্থ আটের দশকের গবেষকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। এই অর্থে আন্তঃপ্রতিবেশ (Eco-critical Theory) তত্ত্বের সূচনা বিন্দু— 'The country and the city' গ্রন্থটি। সাহিত্য প্রকৃতির বিশেষ ধারণাকে গড়ে তোলে— এই মত মেনে নিয়েই আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার যাত্রা শুরু। আটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকেই গবেষকগণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন এর একটা তাত্ত্বিক রূপ গড়ে তোলার জন্য। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় William Rueckert এর প্রবন্ধ— "Literature and Ecology : An Experiment in Eco-criticism." Rueckert-ই Eco-criticism শব্দের উদ্ভাবক। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'Western Literature Association'-এর আলোচনাচক্রে Eco-criticism শব্দটি সমালোচনা সংরূপের বর্ণানুক্রমিক শব্দভাণ্ডারের তালিকাভুক্ত হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে Cheryll Glotfelty-কে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হয়— 'Professor of Literature and Environment' পদে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়— 'The Association for the study of Literature and Environment (ASLE); ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় Lawrence Buell-এর The Environmental Imagination : Threau, Nature writing and the formation of

Scanned with OKEN Scanner

American culture' গ্রন্থটি। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনা সংক্রান্ত রচনাগুলিকে একত্র সংকলিত করে প্রকাশ করেন— Cheryll Glotfelty ও Harold Fromm– "The Eco-criticism Reader : Landmarks in Literary Ecology" নামে। পাকাপাকিভাবে আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনা তাঁর যাত্রা শুরু করে।*

Cheryll Glotfelty আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার সংজ্ঞায় বললেন—

> Eco-criticism is the study of the relationship between literature and the physical environment[১]

সাধারণ সাহিত্য সমালোচনায় যেমন লেখক-রচনা ও তাঁর সামাজিক জীবনের সম্পর্ক বিচার করা হয়, আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনায় তাঁর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। তাই Environment অর্থে চারপাশের নিকট পরিবেশ নয়, বহির্বিশ্ব তাঁর সঙ্গে যুক্ত— 'Landscape by definition includes the non-human elements of place– the rocks, soil, trees, plants, rivers, animals, air– as well as human perceptions and modifications'।[২] Ralf waldo Emerson, Margaret Fuller এবং Henry David Thoreau জনবসতিহীন এলাকা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশেষ পল্লী অঞ্চল, গার্হস্থ্য জীবনচিত্র প্রভৃতি 'out door environment'-কে এর সঙ্গে যুক্ত করেন।

Barry Commoner-এর বাস্তুসংস্থানের প্রথম সূত্র ছিল— 'everything is connected to everything else'। এই সূত্রকে মেনে নিয়েই Cheryll Glotfelty বললেন— "literature does not float above the material world in some aesthetic ether, but rather plays a part in an emmensely complex global system, in which energy, matter, and ideas interact"[৩] প্রকৃতি এবং সাহিত্য পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। যার থেকে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে ওঠে। প্রকৃতি বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম (authentic and pure) এই ভাবনার উপর অধিক গুরুত্ব দেয় আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনা।

আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনা তাঁর উদার পরিমণ্ডলে অনেকগুলি তত্ত্বকে জায়গা করে দিয়েছে বলেই একে বলা হয়— 'Inter disciplinary'. Some Principle of Eco-criticism প্রবন্ধে Don Scheese এ প্রসঙ্গে বললেন—

> Ecocriticism is most appropriately applied to a work in which the landscape itself is a dominant character, when a significant interaction occurs between author and place.... How an author sees and describes these elements relates to geological, botanical, zoological, meteorological, ecological, as well as aesthetic, social and psychological considerations[৪]

সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর নান্দনিক দিক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তার সামাজিক দিক। অন্যদিকে সংস্কৃতির অঙ্গ হল সাহিত্য। আবার বাস্তুসংস্থানের কথা বললে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। 'বসুন্ধরা' কবিতার আলোচনায়, তাঁর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক ও বৈজ্ঞানিক দিকের কথা স্মরণে রেখেই আমরা Michel P. Cohen-এর শরণাপন্ন হতে পারি—

> Expression of human experience primarilly in a naturally and consequently in a culturally shaped world : the Joys of abundance, sorrows of diprivation, hopes of harmonious existence, and fear of loss and disaster.[৫]

Scanned with OKEN Scanner

'বসুন্ধরা' কবিতার আলোচনার গতিমুখকে আমরা এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি—

(ক) The Joys of abundance : তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের

(খ) Sorrows of diprivation : মনে হয় আপনারে একাকী, প্রবাসী নির্বাসিত

(গ) Hopes of harmonious existence : আমারে ফিরায়ে লহ সেই সর্বমাঝে

(ঘ) Fear of loss and disaster : ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে

(ক) The Joys of abundance : তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের উৎস : মহর্ষির নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনার কাজে রবীন্দ্রনাথকে যেতে হয়েছিল গাজিপুরে। পদ্মার বুকে বোটে বোটে ঘুরে বেড়ানোর সূত্রে রবীন্দ্র মনোভাণ্ডারে সঞ্চারিত হয়েছে— 'চলন্ত বৈচিত্র্যের নতুনত্ব।' প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষকে দেখে তাঁর বুদ্ধি, কল্পনা ও ইচ্ছা উন্মুখ হয়েছিল— 'বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনে।' এই প্রবর্তনারই অন্যতম ফসল 'বসুন্ধরা' কবিতাটি। রবিরশ্মিকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বসুন্ধরার অর্থ করেছিলেন— "বসু অর্থাৎ প্রাণ প্রাচুর্যের ঐশ্বর্য। সেই প্রাণৈশ্বর্যকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন তিনি বসুন্ধরা।"[৬] বহুবিচিত্রের মাধ্যমে বিচিত্রভাবেই সেই ঐশ্বর্যের প্রকাশ— জলতরঙ্গের হিল্লোলে, বায়ুর প্রবাহে, সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণে, অরণ্যের শ্যামলতায়, পল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে, কুসুম মুকুলের প্রস্ফুটনে, পুষ্পের গন্ধ বিকিরণে, তৃণের শিহরণে, মরুভূমির বহ্নিজ্বালাময় উষ্ণশ্বাসে, অভ্রভেদী পর্বতমালার দণ্ডায়মানতায়, হিমবাহের নির্মল স্বচ্ছতায়, মেরু-প্রদেশের নির্জন একাকীত্বে, মেঘ ও বজ্রের গর্জ্জনে, বিদ্যুতের চকিত চমকে, নক্ষত্রের আলোক বিকিরণে, জ্যোৎস্নার শান্ত শুভ্রতায়, নীহারিকার নির্জ্জনতায়, অরণ্য জন্তুর সবল সতেজ হিংস্রতায়, বিচিত্র মানবজাতির প্রকৃতি সংলগ্ন বিচিত্র জীবনযাপনে— সমুদ্রকেন্দ্রিক জেলে, মরুভূমির দুর্দান্ত আরব জাতিতে, গোলাপকাননবাসী পারসিক, অশ্বারোহী তাতার, সুপ্রাচীন সভ্যতার বাহক চীনা, শিষ্টাচারী জাপান— প্রভৃতি জাতিতে সেই বিচিত্রতার প্রকাশ।

নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রমানস উপলব্ধি করেছে নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতাই হল কবিত্বশক্তি। তিনি প্রকৃতির প্রাণসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন— স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণী শক্তি (dominant character), রবীন্দ্রনাথ যাকে অভিহিত করেছেন— 'চলন্ত বৈচিত্র্য' বলে। এখানে শুধু 'physical environment'ই নেই আছে মরুভূমি, মেরুপ্রদেশ, জেলে-তাতার-পারসিক এর মতো পল্লীঅঞ্চল সংলগ্ন বিশেষ জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতি 'outdoor environment' কবিতায় উপস্থিত। সর্বত্রই প্রাণের বিচিত্র প্রকাশে কবি উল্লসিত, আবেগাপ্লুত—

তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুম মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রালোকে

Scanned with OKEN Scanner

তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।

(খ) Sorrows of deprivation— মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী নির্বাসিত প্রাণৈশ্বর্যের বিচিত্র প্রকাশ আনন্দের থেকে কবি বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে বসুন্ধরা কবিতায়। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে অতীত স্মৃতি জেগে ওঠে— যেখানে একদা পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলেন—

> এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধী উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর, দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম। যখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।[৭]

এর মধ্যে আছে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। অ্যামাইনো অ্যাসিড গঠনের ফলেই প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। তারপর ক্রমাগত এককোষী— দ্বিকোষী থেকে বহুকোষী প্রাণের বিবর্তন হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখলে পৃথিবীর সব প্রাণই অখণ্ড প্রাণের ও অখণ্ড আনন্দরসের অংশীভূত। কিন্তু আজ সেই আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই আনন্দরসের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই আসে বেদনা—

যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে,
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী— 'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্না রাশি! কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদ ব্যাকুল

এই বিষাদ ব্যাকুলতাই আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনা কথিত— 'sorrows of diprivation'। বিবর্তনের ধর্মই হচ্ছে অতীত বিচ্ছিন্নতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ নিজেকে পরিবর্তিত করেছে— 'Environment is a process rather than a static condition'।[৮] স্বভাবতই জীবনও নিজেকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছে। 'বসুন্ধরা'-য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "জীবস্রোত কত বারম্বার/তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে/গিয়েছে ফিরেছে।" বিচ্ছিন্নতার দ্বিতীয় কারণ মানুষ নিজেকে বিশ্বের চরম পরিণতি হিসেবে ভেবেছে। 'Deep Ecology' বলে— "anthropocentric thinking has alienated human from their natural environment

Scanned with OKEN Scanner

and caused them to exploit it"[৯] রবীন্দ্রনাথ কাঙ্খিত যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য দুঃখবোধ করেন সে জীবন বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম (Authentic and Pure)—

অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপ— জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—

ধর্মীয় বিভেদ, সংস্কার, সামাজিক বন্ধন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রুগ্নতা, দুশ্চিন্তা, গৃহবন্দী জীবন, অনুশোচনা, ক্ষোভ, ব্যক্তি ভবিষ্যতের চিন্তা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যায় বর্তমান জীবন জর্জরিত। তার কারণও প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতা। 'মানব প্রকাশ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— "প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতই সচেতন হব প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে" প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতায়— এই সংকীর্ণতা, নিঃসঙ্গতা— একাকিত্ব— এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। এর জন্য মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে প্রকৃতির কাছেই—

বিদারিয়া
এ বক্ষ পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার

'Literary Ecology'র ক্ষেত্রে Lawrence Buell প্রস্তাবিত তৃতীয় সূত্রটি ছিল— "The text shows humans as accountable to the environment and any action they performed that damages the ecosystem"[১০] পরিবেশে মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবের বাস্তুসংস্থানের আন্তঃসম্পর্কীয় সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত।

(গ) Hopes of harmonious existence : আমারে ফিরায়ে লহ সেই সর্বমাঝে :

বহু বিচিত্রের মধ্যে বসুন্ধরার যে প্রাণৈশ্বর্যের প্রকাশ তার সমস্ত আনন্দ মদিরাধারা একত্রে একই সঙ্গে পান করার জন্যই কবি আদিপ্রাণের উৎসে প্রত্যাবর্তন করতে চান। একে বলা যেতে পারে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন বা 'ecological turn'। বসুন্ধরা মাতা হিসেবেই চিহ্নিত। সঙ্গত কারণেই জগতের অণুপরমাণুর সঙ্গে তাঁর চির একাত্মতা। নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ বলেন— সৌন্দর্য রয়েছে ঐক্যে এবং সামঞ্জস্যে। সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের আত্মীয়তা। সৌন্দর্য হল সীমা অসীমের মিলন। কবির কাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করা। এই সৌন্দর্য আত্মার সৃষ্টি, আত্মা ও জড়ের সংযোগ সেতু। রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরার সঙ্গে তার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্কের কথা বলেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে

Scanned with OKEN Scanner

আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

অতীত ঐক্যের সূত্র ধরেই আবার ভবিষ্যতে উৎসে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। জলে, স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে, আকাশের নীলিমায়, কখনো বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে থাকতে চান। চিরপরিচিত সঙ্গীদের আহ্বান তাকে ব্যাকুল করে তোলে। এই সঙ্গীদের সঙ্গে অখণ্ডভাবে থাকার ইচ্ছে—

ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার;

এইজন্যই কবির পঞ্চভূতে লীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, অখণ্ডভাবে থাকার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Literary Ecology'র ক্ষেত্রে Lawrence Buell প্রস্তাবিত প্রথম সূত্রটি ছিল— এই অখণ্ডতাবোধ — "The non-human dimension is an actual presence in the text and not merely a facade– thus implying that human and non-human worlds are integrated"।[১১] 'সমাজ' প্রবন্ধে 'বসুন্ধরা'র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবজগৎ ও জড় জগতের এই অখণ্ডতাকেই ব্যক্ত করেছেন— আর বসুন্ধরা কবিতায় আছে—

আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে.....
.....নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে
সকলের সনে।

(ঘ) Fear of loss and disaster : ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে;বিশ্বের সকল পাত্রে লীন হয়ে আনন্দানুভবের আকাঙ্ক্ষায় যে কাল্পনিক মানসভ্রমণ সমস্তই কবির অনুভূতির

Scanned with OKEN Scanner

(সর্বানুভূ) অখণ্ডতার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। প্রবন্ধ সূচনায় বলা হয়েছে 'সোনার তরী'র কবিতায় কবিকল্পনা মনগড়া নয় তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কথা অর্থাৎ বিজ্ঞানও আছে। জীবনের যে বৃত্তাকার পর্যায় তার মধ্য দিয়েই প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব— অক্সিজেন-হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন কার্বন প্রভৃতি মৌলিক উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ায় যে শরীর গঠিত সেই মৌলিক উপাদান আবার প্রকৃতিতে ফিরে যাবে। সেইজন্য ফেরার আকাঙ্ক্ষা একেবারে কাল্পনিক নয়। সেজন্য যুক্তি দিয়েই যেন বলেন— "জীবস্রোত কত বারম্বার/তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে/গিয়েছে ফিরেছে", কিন্তু বাস্তবিক কতগুলি সমস্যা পঞ্চভূতে লীন হয়ে 'সকলের মনে' আনন্দ উপভোগের ইচ্ছায় বাধার সৃষ্টি করে—

প্রথমত বর্তমানে যাপিত যে জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে লীন হতে চাইছেন সেই জীবনে তো থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই জীবনে থাকতে না-পারার জন্যও আকুলতা— এটা এক অর্থে পরস্পর বিরোধী। "ঘরে ঘরে/কত শত নরনারী চিরকাল ধরে/পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে/ কিছু কি রব না আমি" কিংবা সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তরে গাথা জীবন সমাজ। সমাজ থাকলে তার বাধাবন্ধন থাকবেই।

দ্বিতীয়ত আদি প্রাণের উৎসে প্রত্যাবর্তন করতে হলে অহংকে (Anthropocentric thinking) ত্যাগ করতে হবে কিন্তু অহংকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না ; নদীজলে মোর গান, উষালোকে মোর হাসি, কাঁপিবে না আমার পরান, তাহাদের প্রেমে কিছু কি রব না আমি, (আমি) .... আসিব না নেমে .... প্রেমের অঙ্কুর রূপে।— সর্বত্রই অহং এর প্রাধান্য। যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল সেই অ্যাসিড কিন্তু মৌলিক নয় যৌগিক। সঙ্গত কারণেই অহংকে ত্যাগ করতে না-পারলে ধ্বংস অনিবার্য্য। সেই জন্যই আসে ধ্বংসের ভয়।

তৃতীয়ত প্রকৃতিও নিজেকে বিবর্তিত করে চলেছে। তার নিজের পরিবর্তনে নিজেই ক্রিয়াশীল। বাস্তুসংস্থান বলে— "cultural norms of nature and the environment contribute to environmental degradation"[১২] সেইজন্য আদি প্রাণের সৃষ্টির সময়কার প্রকৃতিও আর নেই। সেইজন্য আদিপ্রাণের উৎসে প্রত্যাবর্তনও আর সম্ভব নয়।

বসুন্ধরা কবিতার সবচেয়ে দীর্ঘ ও শেষ স্তবকে আছে সর্বমোট দশটি জিজ্ঞাসা। প্রথম থেকে সপ্তম প্রশ্ন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে আছে— অহং-এর আনন্দ নিয়ে অরণ্য শ্যামতর হবে কিনা? মুগ্ধভাব কি প্রভাত আলোকে নবীন কিরণকম্পের সঞ্চার করবে না? কোনো মুগ্ধ কান কি নদীজলে অহংয়ের গান শুনতে পাবে না? উষালোকে তাঁর হাসি কি কোনো মর্ত্যবাসী দেখতে পাবে না? অরণ্য পল্লবে কি তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠবে না? নরনারীর সংসার খেলা ও প্রেমে কি তাঁর থাকা হবে না? তাদের অন্তরে প্রেমের অঙ্কুররূপে তাঁর অবস্থিতি থাকবে না? এত প্রশ্নের কারণ হল সংশয়। অষ্টম নবম এবং দশম প্রশ্নে মাত্রাগতভাবে অবলুপ্তির আশঙ্কা অনেক বেশী। অষ্টম প্রশ্ন— "ছেড়ে দিবে তুমি/আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি/যুগ যুগান্তের মৃত্তিকা বন্ধন/সহসা কি ছিঁড়ে যাবে?" 'সহসা কি ছিঁড়ে যাবে'র সঙ্গে 'disaster'-এর আভিধানিক ও ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নবম প্রশ্ন— করিব গমন/ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড় খানি? দশম প্রশ্নে— সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তরে গাথা সমাজ জীবন থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কাকে প্রকাশ করে। এই চির বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কাই মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে। তাই বসুন্ধরার কাছে আকুল প্রার্থনা— 'জননী লহো গো মোরে/সঘনবন্ধন তব বাহু যুগে ধরে'।

Scanned with OKEN Scanner

'সোনার তরী'র বসুন্ধরা কবিতায় পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক, বসুন্ধরা জীবন্ত মাতৃমূর্ত্তিতেই উপস্থিত। কবি তার সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, নান্দনিক দিকের উপস্থিতি এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যথার্থ ভূমিকায় দেখেছেন। আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনার সমস্ত বিশেষত্বই 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র :

১. Cheryll Glotfelty– *What is ecocriticism,* www. asle. org.
২. Don Scheese– *Some principles of ecocriticism*– www. asle, org.
৩. Cheryll Glotfelty– *What is ecocriticism,* www. asle, org.
৪. Don Scheese– *Some principles of ecocriticism*– www. asle, org.
৫. Michael. P. Cohen– *Blues in the Green : Ecocriticism under critique,* environmental history 9.1 Jan-2004, www. asle, umn. eduarchive– introcohen.
৬. *রবিরশ্মি*— (পূর্বভাগে) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/পৃষ্ঠা-৩২৫-২৬।
৭. *ছিন্নপত্র*— রবীন্দ্রনাথ।
৮. Lowrence Buell– *The Environmental imagination : Thoreau nature writing and the formation of American culture*– ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮।
৯. Pramod. K. Nayar– *Contemporary Literary and Cultural Theory* ; পৃষ্ঠা-২৪৬।
১০. Lowrence Buell– *The Environmental Imagination : Thoreau nature writing and the formation of American culture*— ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭।
১১. ঐ।
১২. en. wikipedia. org/wiki/Ecocriticism.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. *সোনার তরী কবি ও কবিতা*— দেবকুমার ঘোষ।
২. *রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা*— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
৩. *দর্পণে রবীন্দ্রকবিতা*— অশোককুমার মিশ্র।
৪. *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*— সম্পাদনা : নবেন্দু সেন।

---

*কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত Ecocriticism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন 'পরিবেশবীক্ষা'। স্বনির্বাচিত 'আন্তঃপ্রতিবেশ সমালোচনা' শব্দবন্ধকে Ecocriticism-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছি। এর দ্বারাই 'Ecocriticism'-কে যথার্থভাবে বোঝা সম্ভব।

Scanned with OKEN Scanner